**বাটেক্সপো ২০০৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২১ কার্তিক ১৪১৬, ০৫ নভেম্বর ২০০৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ,

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ,

শিল্প-বাণিজ্য অঙ্গনের প্রতিনিধিবৃন্দ,

বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীগণ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

**আসসালামু আলাইকুম।**

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্ত্ততকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ আয়োজিত ২০তম বাটেক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

         তৈরি পোশাকশিল্প আমাদের প্রধানতম রপ্তানিখাত। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি, লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের অবলম্বন।

           চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের যে কয়টি রপ্তানিখাত তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, তাদের মধ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প অন্যতম। এজন্য আমি বিজিএমইএ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এ শিল্পের মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

**সুধিমন্ডলী,**

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৮০% অর্জনকারী এই খাত প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। পরোক্ষভাবে প্রায় তিন কোটি লোক এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

 এই শিল্প দেশের অবহেলিত নারী সমাজের বিরাট অংশের কর্মসংস্থান করে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক মর্যাদা ও ভারসাম্যের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা অন্য কোন শিল্পে বিরল।

**সুধিবৃন্দ,**

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান সরকার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনীতিই একটি দেশের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই প্রক্রিয়াগত জটিলতাগুলো দূর করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ সালে যখন আমরা সরকারে ছিলাম, তখনও আমরা শিল্পায়নকে প্রধান এজেন্ডা হিসেবে নিয়ে কাজ করেছিলাম। বিশেষ করে, সে সময়ে রপতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে অনেকগুলো সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, দেশের পোশাক শিল্পের বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা রপ্তানিকারকদের আমদানির জন্য ‘ডাবল এলসি চার্জ' পদ্ধতি রহিত করেছিলাম। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে খরচ কমানোর লক্ষ্যে প্রতি এলসি'র জন্য রিস্ক বন্ড এবং ডিউটি বন্ডের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেওয়াসহ জেনারেল বন্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলাম। বেসরকারি খাতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আইন আমরাই সংসদে পাশ করেছিলাম।

১৯৯৬ সালে পোশাকশিল্প GSP সংক্রান্ত জটিলতায় পড়ে, যা আমরা দুরদর্শিতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলাম।

১৯৯৮ সালের শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক পানিতে ডুবে যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়লে আমদানি ও রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য রেল পথ, ফেরি, Chartered Flight এবং সামরিক বিমানের মাধ্যমে মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক আরোপিত উৎসকর আমাদের সরকারের আমলেই রহিত করা হয়েছিল। বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিযোগী দেশসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তৈরি পোশাক শিল্পখাতে ১৫-২০ শতাংশ ব্যয় সংকোচন জরুরি বিবেচনা করে আমরা সরকারি ব্যাংক কর্তৃক Acceptance Charge উঠিয়ে দিয়েছিলাম।

উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

আমাদের সরকারের বয়স এক বছরও হয়নি। এরই মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে সার্বিক ব্যবসায়িক কাঠামোর উন্নতি সাধণের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে তিন বছর মেয়াদি আমদানি-রপ্তানি নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব এ নীতিতে মূল্যসীমাকে বাইরে রেখেই এলসি খোলা ব্যতিরেকে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পোশাক শিল্প মালিকগণের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল ব্যাংকের সুদের হার কামানোর। পূর্বে ১৪ থেকে ১৮ শতাংশ সুদ প্রদান করতে হত। বর্তমানে তা হ্রাস করে আমরা ১৩%-এ নির্ধারণ করেছি।

আপনারা জানেন, বিগত সময়ে অনেক পোশাক শিল্প উদ্যোক্তা ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করণের সময়সীমা পরপর তিনবার বৃদ্ধি করার পরও অবমুক্ত করতে পারেন নি বিধায় কাস্টম ডিমান্ডের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাদের আমদানি-রপ্তানী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিজিএমইএ সরকারকে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শেষবারের মত পুনরায় ৪৫ দিন সময় বৃদ্ধি করে। ফলে অনেক উদ্যোক্তা কাস্টম ডিমান্ড হতে অব্যাহতি পাচ্ছেন।

আমরা পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছি। উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য জেনারেটরের লাইসেন্স ফি রহিত করেছি। এসব পদক্ষেপ পোশাক শিল্পের প্রতি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

**সুধিমন্ডলী,**

আমি আনন্দিত যে, বিজিএমইএ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মার্কিন State Department of Labourএর সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কোন শিশু শ্রমিক নিয়োজিত নেই। এজন্য আমি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জানাই।

 বিজিএমইএ শ্রমিকদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য বৃত্তি প্রদান প্রথা চালু করেছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। বিজিএমইএ শ্রমিকদেরকে ১২টি মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছে, তাদের জন্য গ্রুপ বীমা চালু করেছে, কনসিলিয়েশন-কাম-আরবিট্রেশন কমিটির মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করছে।

আমি আনন্দিত যে, বিজিএমইএ ইউএনএফপি এর সাথে যৌথভাবে ‘‘পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ণ'' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় তারা শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসা দিচ্ছেন।

পাশাপাশি, এই প্রকল্পের আওতায় পরিবার পরিকল্পনা এবং এইচআইভি/এইডস বিষয়েও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন।

বিজিএমইএ শ্রমিকদের দক্ষতা এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জিটিজেড এর সঙ্গে অপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পোশাক শিল্পে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ইউএনএফপিএ এবং জিটিজেডকে ধন্যবাদ জানাই।

বিজিএমইএ তার সদস্যভুক্ত সকল কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত করেছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পোশাক শিল্পের মালিক, শ্রমিক এবং সরকার প্রতিনিধি বৃন্দের স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধিকাংশ শর্তই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এজন্য আমি বিজিএমইএ-কে ধন্যবাদ জানাই।

বিজিএমইএ শ্রমিকদের জন্য সার্ভিস বুকও চালু করেছে। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রমিকরাই উৎপাদনমুখী শিল্পের মূল চালিকাশক্তি। শ্রমিকের দক্ষতার উপরই কারখানার উন্নতি নির্ভর করে। কারখানা ও শ্রমিক একে অপরের পরিপুরক। শ্রমিক ভাল থাকলে কারখানা ভাল থাকবে। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি বেশি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

সুধিমন্ডলী,

আমরা লক্ষ্য করছি, গার্মেন্টস শিল্পে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে। কিন্তু আমরা কোন অপশক্তির চক্রান্ত সফল হতে দিব না। গার্মেন্টস শিল্পের শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর। সেজন্য শিল্পাঞ্চলে আমরা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল পুলিশ  ও শিল্প গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছি। গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পিছনে  মদদদাতাদেরকে খুঁজে বের করা হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা দরকার।  গার্মেন্টস মালিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। সরকার আপনাদের সহযোগিতা করবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা  ‘‘ন্যাশনাল  সার্ভিস এর আওতায় প্রতি পরিবারের একজন বেকার সদস্যকে চাকুরি প্রদান কর্মসূচি'' গ্রহণ করেছি। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ কর্মসূচি দেশের বিরাট জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুবিধা নিশ্চিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই, তাঁরা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সরকার এই বাজেটে যে Public Private Partnership এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অবতারণা করেছে, তার সফল বাস্তবায়নে বিজিএমইএ-কে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বিজিএমইএ সভাপতি তার বক্তব্যে বিজিএমইএ পরিচালিত ট্রেনিং সেন্টারগুলোর পাশাপাশি আরও অধিক সংখ্যক ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছি।

বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিআইএফটি)'র মাধ্যমে বিজিএমইএ Mid Level Management বিষয়ে ট্রেনিংসহ মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিআইএফটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেওয়ার বিষয়ে সরকার আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

সুধিমন্ডলী,

চট্টগ্রাম বন্দর এদেশের আমদানি-রপ্তানির প্রাণ কেন্দ্র। এই বন্দরের গতিশীলতা আনতে  সরকার বদ্ধপরিকর। চট্টগ্রাম বন্দরের সার্ভিস চার্জ কমিয়ে আনা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আমি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিচ্ছি।

বিভিন্ন কারণে রুগ্ন হয়ে পড়া পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু করা গেলে জাতীয় অর্থনীতিতে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ২৭০টি রুগ্ন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফশিলিকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

বিশ্ব মন্দা কিছুটা হলেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে প্রভাব ফেলেছে। এ ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আমরা মন্দা মোকাবেলায় টাক্সফোর্স গঠন করেছি। প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি। আশার কথা, ইতোমধ্যেই কিছু কিছু দেশ মন্দা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পোশাক শিল্পের বৃহৎ বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠছে।

শুধু আমেরিকা ও ইউরোপ নয়, আমাদের নতুন নতুন বাজার খুঁজতে হবে। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের একটি বড় বাজার হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ করা গেলে দেশের বাণিজ্য চিত্র পাল্টে যাবে। এ ব্যাপারে আপনারা কাজ করুন। সরকার আপনাদের সকল সহযোগিতা প্রদান করবে।

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারের জন্য কাজ করছি। চলতি মাসের শেষে জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে আমরা এই দাবী আবারও তুলে ধরব।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু পোশাক তৈরিই নয়, পোশাকের ডিজাইন ও ফ্যাশনে আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। বিদেশী ক্রেতার রুচি ও পছন্দের সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে।

উপস্থিত ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ,

শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে বিপুল জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। আপনারা এগিয়ে আসুন। নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করুন। বিনিয়োগ বাড়ান। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। ইতোমধ্যেই আমরা বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আপনাদের একটা অনুরোধ জানাব। শুধু মুনাফা অর্জনই যেন আপনাদের মূল লক্ষ্য না হয়। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিন। এ দেশ আমার-আপনার সকলের। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছি। লাখ শহীদের রক্তে রঞ্জিত এ দেশ। এ দেশের মানুষ কখনই দুর্দশাগ্রস্ত থাকতে পারে না।

আগামী ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ২০২০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।  আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষামুক্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সব নাগরিকের জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে চাই। আসুন, এই স্বপ্ন, ভিশন - ২০২১ বাস্তবায়ন করতে একসাথে কাজ করি।

সবশেষে, বিজিএমইএ'র সকল সদস্য, শ্রমিক, ক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ২০তম বাটেক্সপো'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---